উত্তরিল তিনজনে তারকের বাড়ী।
তিনজনে একত্রে প্রাঙ্গণে রহে পড়ি।।
তাহা দেখি কীর্ত্তনের লোক যত ছিল।
তারকের বাড়ী গিয়া কীর্ত্তনে মাতিল।।
তিনজনে মধ্যে রাখি চৌদিকে ঘিরিয়া।
সংকীর্ত্তন করে সবে ফিরিয়া ঘুরিয়া।।
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক।
উৎকলের কীর্ত্তন যেন বেড়াপাক।।
মধ্যেতে পাগলচাঁদ পড়িল ঢলিয়া।
দুই নারী পাগলের চরণ ধরিয়া।।
মাথায় নাহিক বাস প্রেম উপলক্ষ্যে।
ঘন ঘন কম্পে গাত্র, বারি ধারা চক্ষে।।
পাড়ার যতেক নারী আসিয়া অমনি।
কেহ হরিধ্বনি কেহ দেয় হুলুধ্বনি।।
কোন কোন নাগরী কীর্ত্তন শুনে কাঁদে।
কোন নারী জল ঢালে সংকীর্ত্তন মাঝে।।
সেই জল কীর্ত্তন মাঝারে হয় কাদা।
যেন সুরধুনী ধারা প্রবাহিত সদা।।
ক্রমে জল শুকাইয়া হয় গুড়া গোলা।
পুনঃ পুনঃ গগন মন্ডলে উড়ে ধূলা।।
এইরূপ কীর্ত্তন হইল বহুক্ষণ।
তারক ধরিল দুই বধূর চরণ।।
কাঁদিয়া কহেন 'মোর সার্থক জীবন।
আমি ধন্য হইলাম তোমাদের কারণ।।
প্রভু মহানন্দে ল'য়ে আনন্দ করিলি।
হরিচাঁদ প্রেমনীরে আমারে ভাসালি।।
অই ঠাঁই বসে শান্ত হইল সকল।
তথা বসি খাইল চাউল আর জল।।
গলেবস্ত্র করজোড়ে পাগলেরে কয়।
'কুন্দসীর মহোৎসব নিরুৎসব ময়।।
তোমা বিনে নাহি হয় কোন মহোৎসব।
তব সঙ্গে এখানে আছেন মহৎ সব'।।
শুনিয়া পাগল শীঘ্র শীঘ্র যাত্রা কৈল।
পূর্ব্ব ঘাটে এসে সবে জলেতে নামিল।।
কেহ কেহ ভেসে যায় কুন্দসীর ঘাটে।
দীননাথ পালের বাটীতে গিয়া উঠে।।
কেহ কেহ উঠে লোহাগড়ার ঘাটেতে।
সিক্ত বস্ত্রে যায় দীন পালের বাটীতে।।
দীননাথ বাটী হ'ল সাধু-সেবা সব।।
এইরূপে মহানন্দে আনন্দ উৎসব।।
শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত সুধাধিক সুধা।।
তারক যাচিছে হেতু রসনার ক্ষুধা।।

## স্বামী মহানন্দের ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ

বিকালে করিল যাত্রা কুন্দসী হইতে।
দীঘলীয়া আসিলেন সন্ধ্যার পরেতে।।
কেহ কেহ র'ল বেণী পালের আলয়।
যজ্ঞেশ্বরের বাটীতে কেহ গিয়া রয়।।
বলাইর ভগ্নী লক্ষ্মী সাধনার শিষ্য।
সেই ঘরে কতক থাকিল হ'য়ে হর্ষ।।
কতক থাকিল ভীম বলাইর বাড়ী।
কতক থাকিল গিয়া গ্রাম আড়াবাড়ি।।
কতক থাকিল গিয়া নাম-গান গেয়ে।
প্রভাতে করিল যাত্রা শ্রীহরি স্মরিয়ে।।
ঘসিবেড়ে' গ্রাম ভাগ্যধর পাল ছিল।
তার বাড়ী কতক আসিয়া উত্তরিল।।
গোপীনাথ সাহা ছিল মতুয়া প্রেমিক।
ভাগ্যধর গুরু তারে বাসে প্রাণাধিক।।
সেই বাড়ী কেহ থাকে কেহ আর বাড়ী।
অষ্টাদশ ঘর পাল সব বাড়ী জুড়ি।।
সব বাড়ী বাড়ী বাল্যসেবা হইতেছে।
সব বাড়ী স্ত্রী-পুরুষ নামে মাতিয়াছে।।